গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা বিভাগ
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
সমন্বয় শাখা-২

নং ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০.০০৫.২০১২-১৫৩

২৯ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ----------
১৩ আগষ্ট, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়ঃ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্রের প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে কতিপয় সংশোধন/সংযোজন ও পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

সরকার প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্র নং পবি/এনইসি/সমন্বয়-২/পরিপত্র/২৯/২০০৭/৪৭, তারিখঃ ২৯ মে, ২০০৮-এর সংশোধন/সংযোজন ও পরিবর্তন করেছে, যথাঃ-

উপরিউক্ত পরিপত্রের-

১। অনুচ্ছেদ ২.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ২.১ অপরিবর্তিত থাকবে।

২। অনুচ্ছেদ ২.০ এ নিম্নরূপ নতুন উপ-অনুচ্ছেদ ২.২ এবং ২.৩ সংযোজন করা হলোঃ

২.২ জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হলে সর্বোচ্চ ১ (এক) বার করা যাবে। সমীক্ষা প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০ (দশ) শতাংশের মধ্যে বৃদ্ধি/হ্রাস পেলে জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছকে প্রণীত প্রস্তাব বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করতে পারবেন। সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় ১০ (দশ) শতাংশের উর্ধ্বে বৃদ্ধি/হ্রাস হলে পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সুপারিশক্রমে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

২.৩ যুক্তিযুক্ত কারণে জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে ১ (এক) বার সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মূল অনুমোদিত অঙ্গের পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যতিরেকে অনুমোদন করতে পারবেন। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, অনুচ্ছেদ ২.২ অনুযায়ী সংশোধনের সময় ১ (এক) বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা হলে আর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করা যাবে না।

৩। অনুচ্ছেদ ৪.০ এ উপ-অনুচ্ছেদ ৪.১ এর "প্রকল্পের ঘটনোত্তর অনুমোদন (Post Facto Approval) দেয়া হবে না।" বাক্যটি নিম্নের বাক্যদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবেঃ

"প্রকল্পের ঘটনোত্তর অনুমোদন (Post Facto Approval) দেয়া হবে না। উল্লেখ্য, ঘটনোত্তর অনুমোদন বলতে প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে অথবা অনুমোদিত ডিপিপিতে ক্রয়/বাস্তবায়ন/ব্যবহারের জন্য সংস্থান নেই এমন কোন পণ্য, কাজ ও সেবা এবং অঙ্গ ভিত্তিক অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত ক্রয়/বাস্তবায়ন/ব্যবহার করার পর তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণকে বুঝাবে।"

৪। অনুচ্ছেদ ৪.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

৪.২ প্রথম সংশোধনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য, অর্থায়নের ধরন (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ইত্যাদি), অর্থায়নের উৎস (জিওবি, প্রকল্প সাহায্য, স্টেক হোল্ডার, উদ্যোক্তা ইত্যাদি), প্রকল্প এলাকা, যানবাহন ও জনবল অপরিবর্তিত রেখে এবং নতুন অংগ (ক্রয়/বাস্তবায়ন/ব্যবহারের জন্য ডিপিপিতে উল্লেখ নেই এমন পণ্য, কাজ এবং সেবা) অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে অনুমোদিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অংগের ব্যয়/পরিমাণের যে কোন পরিবর্তন হলে বা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে কোন অংগ বাদ দেয়া সত্ত্বেও মোট প্রকল্প ব্যয় ১০% বৃদ্ধি/হ্রাস-এর মধ্যে সীমিত থাকলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প ছকে (আরডিপিপি-সংযোজনী-জ) প্রণীত সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারবেন।

৫। অনুচ্ছেদ ৪.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.৩ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

৪.৩ উপ-অনুচ্ছেদ-৪.২-এ বর্ণিত শর্তাবলী ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয়ের (১ম সংশোধনীর ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত ব্যয় এবং ২য় সংশোধনীর ক্ষেত্রে ১ম সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়) অনুর্ধ্ব ২০ (বিশ) শতাংশের মধ্যে বৃদ্ধি/হ্রাস পেলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প সংশোধনের পর্যাপ্ত যৌক্তিকতাসহ প্রণীত সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর-ডিভিশনে প্রেরণ করবে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর ডিভিশন সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে পিইসি'র সুপারিশ গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা কমিশন সংশোধিত ডিপিপি প্রাপ্তির পর অনুচ্ছেদ ১.৮ থেকে ১.১৩ এ বর্ণিত সময়সীমা অনুযায়ী সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের কোন উর্ধ্ব সীমা প্রযোজ্য হবে না। তবে, সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাসের মাত্রা ২০ (বিশ) শতাংশের উর্ধ্বে হলেও প্রকল্প ব্যয় ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

৬। অনুচ্ছেদ ৪.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.৪, ৪.৫, ৪.৬, ৪.৭ অপরিবর্তিত থাকবে।

৭। অনুচ্ছেদ ৫.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৫.১ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

৫.১ কোন ধরনের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল সমাপ্তির কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ২য় সংশোধনের পূর্বে প্রকল্প মেয়াদ কেবলমাত্র একবার সর্বোচ্চ এক বছর বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে প্রকল্প মেয়াদ এক বছরের অধিক বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অথবা দ্বিতীয় বার বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অনুমোদিত মেয়াদ সমাপ্তির কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ যৌক্তিকতাসহ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব যুগপৎ পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর-ডিভিশন ও আইএমইডিতে প্রেরণ করবে। প্রস্তাব প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর মতামত/মন্তব্য প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। আইএমইডি থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর-ডিভিশন বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির প্রস্তাবটি প্রক্রিয়া করবে। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য এ ধরনের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন। পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং/সেক্টর-ডিভিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে। বিশেষ প্রয়োজনে তৃতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে উপরে বর্ণিত নিয়মে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে এবং তা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইআরডি'র সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৮। অনুচ্ছেদ ৫.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৫.২ অপরিবর্তিত থাকবে।

৯। অনুচ্ছেদ ৮.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.১ এ "তবে কোন ক্রমেই প্রকল্পের ঘটনোত্তর অনুমোদন (Post Facto Approval) দেয়া হবে না।" বাক্যটি নিম্নের বাক্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবেঃ

"প্রকল্পের ঘটনোত্তর অনুমোদন (Post Facto Approval) দেয়া হবে না। উল্লেখ্য, ঘটনোত্তর অনুমোদন বলতে প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে অথবা অনুমোদিত টিপিপিতে ক্রয়/বাস্তবায়ন/ব্যবহারের জন্য সংস্থান নেই এমন কোন পণ্য, কাজ ও সেবা এবং অঙ্গ ভিত্তিক অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত ক্রয়/বাস্তবায়ন/ব্যবহার করার পর তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণকে বুঝাবে।"

১০। অনুচ্ছেদ ৮.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.২ অপরিবর্তিত থাকবে।

১১। অনুচ্ছেদ ৮.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.৩ এর ৩য় বাক্য হতে "প্রয়োজন মনে করলে" শব্দগুলো বাদ যাবে।

১২। অনুচ্ছেদ ৯.০ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৯.১, ৯.২ অপরিবর্তিত থাকবে।

১৩। অনুচ্ছেদ ১৪.০ এ উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.৪ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

১৪.৪ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন বা শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর/অন্যান্য প্রযোজ্য হারের হারের/পরিমাণের পরিবর্তন, জমির মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে ব্যয় বৃদ্ধি বা সরকার কর্তৃক [illegible] প্রদান অথবা নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করার ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলে প্রকল্প সংশোধনপূর্বক বর্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করা যাবে। ডিপিইসি/[illegible]

সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এরূপ সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করতে পারবেন। এ ধরনের সংশোধনকে প্রথম বা দ্বিতীয় সংশোধন হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে বিশেষ সংশোধন হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৪। অনুচ্ছেদ ১৪.০ এ উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.৬ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবেঃ

১৪.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন হলে একই প্রকল্প ছকে (ডিপিপি/আরডিপিপি বা টিপিপি/আরটিপিপি ছক যেখানে যা প্রযোজ্য) প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে। এ আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তাব ডিপিইসি/ডিএসপিইসি-এর সুপারিশক্রমে একবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং এ ব্যবস্থা প্রকল্প সংশোধন হিসেবে বিবেচিত হবে না। উল্লেখ্য, ভূমি অধিগ্রহণ, সিডি ভ্যাট ও জনবল অঙ্গে সংস্থানকৃত অর্থ DPP/TPP এর অন্য কোন অঙ্গের সাথে সমন্বয় করা যাবে না, তবে অন্য অঙ্গের সংস্থানকৃত অর্থ এ তিনটি অঙ্গের সাথে সংযোজনপূর্বক সমন্বয় করা যাবে। উল্লেখ্য, এ পরিবর্তন Price Contingency অঙ্গের অর্থ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয়বার আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি/এসপিইসি সভার সুপারিশক্রমে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করবেন। এ ধরনের সমন্বয়ের সময় প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে অঙ্গসমূহের পরিমাণের/সংখ্যার কোন পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র অঙ্গসমূহের ব্যয় যৌক্তিক পরিমাণে হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে।

১৫। অনুচ্ছেদ ১৪.০ এ নতুন উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.১৪ ও ১৪.১৫ নিম্নরূপভাবে সংযোজন করা হলোঃ

১৪.১৪ কোন প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি/এসপিইসি এর সুপারিশক্রমে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে একনেক সভাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে।

১৪.১৫ প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গের জন্য উল্লিখিত ইকনমিক কোডের ভুল সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রকল্প সংশোধন করতে হবে না। এ ধরনের পরিবর্তন একই ছকে (ডিপিপি/আরডিপিপি বা টিপিপি/আরটিপিপি ছক যেখানে যা প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ডিপিইসি/ডিএসপিইসি সভার সুপারিশক্রমে অনুমোদন করতে পারবেন।

(মোঃ এনায়েত হোসেন)
যুগ্ম-প্রধান
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
পরিকল্পনা বিভাগ